চতুর্থ অধ্যায়

জিকিব আক জাবীব

সাহিত্যিক মূল্যায়ন
জিকির আক্ষরক জার্জী সাহিত্যিক মূল্যায়ন

সংস্কৃত ‘সহিত’ শব্দ পরা সাহিত্য শব্দ সৃষ্টি। সহিত মানে হ’ল একতা অর্থাৎ সঙ্গতি। যিঃ ব্যক্তিগত মানুষকে একত্বের দোলনে বাধ্য বাধ্য, যার দ্বারা মানুষের সকল প্রতি মন, দর্শন, আমৃত, অহিষ্ঠা, সত্তা আদি ভাব প্রেরণ করার সময় পায়। তাকে সাধারণ অর্থাৎ সাহিত্য বোলে। এনে অর্থে বাংলার মূলনীতি তেরিউ প্রথম কথা —

‘মা নিয়ম প্রতিষ্ঠাট তমাগমঃ শাক্তাতি সমাপ
যৎ ক্রীষ্ণমিদুমেকমধুদ্রিণ কামমোহিতম।’

এই কবিতাটি বলা করিয়েছিল। পৃথিবীর প্রথমে যিদের পালিত সৃষ্টি হয়েছিল, বিশেষ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো প্রথমে কবিতাই সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙালির বামামাত্র আদি কাব্য বুঝি করা হয়।

শব্দ সমষ্টিয়েই সাহিত্য হ’ব নোবাবে সিীহতে যদিহে অর্থ হো তার প্রকাশ নকেল।
অন্তহে অর্থ হো তার প্রকাশ করিবে সহিতে সাহিত্যের আন গুণগত দিকসমূহ সাম্বল ল’ব পারিব লাগিব। মানুষ হদের জয় কবিব পরা সাহিত্যের হৃদয় সাহিত্য। তেনেসাহিত্য হিয়চাপত তর্ক। হিন্দু ধর্মে পামায়ন, মহাভারত, গীতা, ভগবত, কৌরিন, মদশ; ইচ্ছাম ধর্ম কোনান, হাদীত, খুল্লত ধর্ম বাইবেল, রোহন্দর্ম রিপিটেক, শিখ ধর্ম প্রচুচভে আদি মানুষ হদের জয় কবা সাহিত্যে। অর্থে এই প্রথস্মূহ হৃদয় রূপে লাগিতে এই অন্তম এই কাবণ। পিয়ে সুকলো সাহিত্য মূল্যাঙ্কন অকল জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে কবিব নোবাবী। সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন কেন হ’ব তার ভাব-ভাবাক উপরিয়ে উপস্থত শঙ্ক, হাম, অলঙ্কর, প্রকাশভঙ্গী আদি বোঝেদিহে।

অসমীয়া জিকির আক্ষরক জার্জীতসমূহ বিশ্লেষণ করিবে দেখা যায় যে এই গীতসমূহে সাহিত্য হিয়চাপে অসমীয়া সাহিত্যের এক বিশিষ্ট হন অধিকাব কবি আছে। বর্গত, লোকগীত, দেহ বিভক্ত গীত আদিত দেব জিকির গীতবিলাকো অসমীয়া সাহিত্যের এক মূল্যায়ন আহ। এইটে অনন্তকার্যে যে জিকির-জার্জীসমূহ ধর্মবিলীন গীত। কিছু এই গীতসমূহ কথা ভাষা, হাম, প্রকাশভঙ্গী, জীবনীতাত, বাক্য বিনায়ক, উপনুম্ন আদি অলঙ্কর মনকবিলীন। সাহিত্যের দিশ পরা জিকিরসমূহ গীতি সাহিত্যের শাখায় হ'ব পার্থি।
প্রায় প্রতিটো জিনিসকে গৌরীতে কবিতার সাধারণ লক্ষণ থেকে দেখা যায়। ভাব ভাষা অলক্ষ আদি কবি সকলে দিশাবর্তী গৌরীত্বের জিনিস বিলাক অসমীয়া সাহিত্যের আপুর্কোলা সম্পদ।

ভাব প্রকাশ মাধ্যম হ'ব পরা ধরণীই জিনিস-জাতীয় গৌরীতে ভাষা গড় লেখিল। কিন্তু সৌন্দর্যভালে প্রচলিত এই গৌরীত্বের বায়ুমণ্ডল বিষয়ি নিয়ম নেনোকে মানী চলা হোরা নাছিল। বং বছর ধরি জিনিস-জাতীয় গৌরীতে সমুহে লিখিত রূপ পোষা নাছিল। মুখে মুখে প্রচলন তৎদিন আহ্যা বাবে জিনিস আক জাতীয় গৌরীতে সমুহের অনেকবিনি গৌরীতে হেবাই লেখিল বা বিকৃত রূপ পাইল।

জিনিস আক জাতীয় গৌরীতে ভাষা অসমীয়া মান্য ভাষা বুলিয়েই কড় পাবি। পড়, দুর্গুজ্জ হড়ত বর্ষত গৌরীতের মান্যভাব প্রভাবের অধিক প্রাপ্ত হতে হবে। অজানান্তভাব অধিক কাল উজনি অসমত থাকা হেঠাৎ তেতো অসমীয়া মান্য ভাষায় শিকি লেখিল। সেয়েহ তেতর প্রমুখত কবি অধিক সাংখ্য জিনিস আক জাতীয় গৌরীতে বাড়তে উজনি অসমত থাকা হেঠাৎ। জিনিস আক জাতীয় গৌরীতে ভাষায় মান্য ভাষায় রূপ লায়।

আজি প্রায় তিনিশ পঞ্চম বছর ধরি এই গৌরীতসমূহ জনসাধারণের মাজত সমাদৃত ত্য আহিছে। এই গৌরীসমূহে এক সুন্দরী সাহিত্যিক আবৃতন প্রদান লগতে ইচ্ছামতীরা লোকসানকর। কোরা, হায়ীপ্রাণ হোয়ন আক আন আন কাব্যবল লগত পরিচয় হোরাত সহযায় কবিহ্য জিনিস আক জাতীয় বাবাব আতে অসমীয়াতে আন ইচ্ছামতী সাহিত্য নাছিল।

"জিনিসপূজারই অসমীয়া মুলিম সাহিত্যের প্রথম নির্দেশনা।" জিনিস আক জাতীয়সমূহ আন এটি দৈশিতা হল ইরেবের ভাষা। কাবুবু কবরীত, অনুকূলো ফাক্যাব দেব অথানুকূলো জিনিস অসমীয়া ভাষায় অমূল্য সম্পদ। ১ জৈবের ধর্ম প্রচলন বাবে বৈষ্ণব বুদ্ধকরণ অঙ্গীয়া নাট আক জাতীয়তে বৃজবুলো বা ব্রজবুলো ভাষা প্রয়োগ কবিহ্য। জিনিস আক জাতীয় গৌরীতে বাড়তে তেনে নীতি অবলম্বন করবি অসমীয়া ভাষায় প্রয়োগ কবিহ্য। অবশে মাজে মাজে কিছু পরিবর্ণান আবেরী, ফার্টী নন্দ প্রয়োগ কবি গৌরীসমূহের কাজকর সৌন্দর্য বর্ধন কবিহ্য। ধর্মমূলক বাজ্গুননমূলক এই বিদেশী শব্দবর্তী অসমীয়া ভাষায় সমূহ কবর লগতে সংরক্ষায় লোকেরা আকৃষ্ট।

1. সৰ্ববর্ষবার দুর্গা ৪ অসমীয়া মুলিমন সম্পাদনা সাহিত্য সমাখ্যা, পৃষ্ট-২৭
2. মহেশ্বর দেবী ৪ অসমীয়া সাহিত্য কল্পনা, ১৯৬২, পৃষ্ট-৩৪
কবিছিল। আনহাতে কিছু সাধনবধূমী ভাষার প্রয়োগ হেরাও দেখা যায়। পরবর্তী গাত্র, 
মার্কলিত বিচিত্র ঘুরেন, কৃষ্ণ ভঙ্গুলা কালী, পাশে গোবিন্দ পাছাপাড়া বেঁচিল পানের মাথায় চাটি আদি সীঞ্চা ব্যবহার গীতসমূহ অধিক আকর্ষণীয় কবি তুলিছে। কিছুমাত্র বক্তব্যের 
আলোকাভিনীত প্রয়োগে মন কবিবলিয়া। যার আনাগুলি মন ভাব প্রকাশ কবিব পারে সেয়ে 
হৈছে তাহা। ধর্মবিশারদ শখ সৃষ্টি হই শখ সমষ্টি অর্থপূর্ণ বাক্য সৃষ্টি হয় আক 
মন ভাব প্রকাশ করা সহায় করে। ইত্যাদি পোরা যায় ভাষার সাবজর্ণনীন্ত প্রক্রিয়া।
অসমীয়া জিনিক আক জাহির গীতের বোধ ভাব তৈরি অনুধাবন কবিব পাবিলেহ সাহিত্যী
সৌন্দর্য বিধাবি পোরা যায়।

অসমীয়া লোকগীতের ভাষা আক হহর লগত জিজিবি আক জাহির গীতের ভাষা আক 
হহর অনেক মিল থা দেখা যায়। অনন্যে বৈশিষ্ট সাহিত্য বহগীত, যোগ 
আদিব ভাষা থা শখ ব্যাখ্যা আক প্রকাশ বৈশিষ্ট জিজিবি আক জাহির গীতের নাই, 
জিজিবি আক জাহির গীতের ভাষা সহজ-সংকল আক অকৃতিত্ব। তথাপি ভাব, তাহা আক 
হহর প্রয়োগ কবিগীত, যোগ আদিব লগত জিজিবি আক জাহির মিল আছে।

কীৰ্তনোৎসর্গ আক বক্তাবাদ আরিতে আজান ফকীবে জিজিবি লিখিছিল—

'নর নামে নামব ওবি
হরয় মাজে আছে জুবি
ত্রিপানিতে খেলি আছে সদা।'

জিজিবি আক জাহির অনেক উল্লেখনীয় দিশ হল শখ প্রয়োগ। বিভিন্ন শাখ-
পাঁচি মিহি কবি তৈরা করা ব্যাখ্যা খাবলী সু-বাড়ু হেরাও দেব, জিজিবি আক জাহি
গীতমূল ব্যবহার হোরা আকাবী, ফাটটা শখ ব্যবহার গীতসমূহ অধিক মননশীল হই
পাবিছ। আকাবী ফাটটা শখ ব্যবহার হোরা বাবে সেইমায়ত বজা ঘর প্রজা ঘর কাবাবে 
কোনা আগতি নাছিল বং গীতেরবাক আদিতে লেখিল। 'আসমজ শীর্ষ-ফকীবে বাজ 
অনুৰ্ধুল লাভ কবিব পাবিছিল কাবাবে আজান ফকীবে অসমীয়া শিকু অসমীয়া সুব আক 
ঠাকুতে জিজিবি-জাহির শেখিবী গীত পাদ বন্ধ কবি ভাবাগত মিলন বক্তা কবিবে।'।

'দে মিঠা, দুঃখ মিঠা আক মিঠা ননন।
সবাত কবি অধিক মিঠা, মুজিব মুখব বাবে।'— জিজিবি

3. অগুন্ধ ধারার ৪ সারিশ্রেষ্ঠ অসমীয়া সংক্ষিপ্ত, ১৯৮৬, তথা প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৩৫
এই জিকিবর কলিটোত ‘ননী’ শব্দ ঠাইত ‘পায়স’ আক মুর্চিদ শব্দ ঠাইত গুরু শব্দ প্রয়োগ করিব পাবিলেইত্তেন। কিন্তু গীতিকারে ননী আক মুর্চিদ এই শব্দ দুটা প্রয়োগ
করি গীতোর কলিটো অধিক আকর্ষণীয় করি তুলিছে। সেইদেহ—

‘নামে ডাঙো চাবিটি কলিমা
চীজে ডাঙো ভয়।
তাকে নেখলে আমক নবহে
নোলায় শব্দীচ শব্দীব মাত।’—জিকিব
সম্পূর্ণ অসমীয়া শব্দ বারহব করিলে উপরুক্ত কলিটো এনে ধরবে হব—

‘নামে ডাঙো চাবিটি নাম
বস্তু ডাঙো ভয়।
তাকে নেখলে মন নবহে
নোলায় শব্দীচ মাত।’

সেইদেহ জাবী গীতোতো পাওঁ—

‘আল্লাব নামে নবীব নাম
লোরাহে মেমীন
লোরা নাম বলসুল্ল আল্লা (ও) আল্লা।’—জাবী
ইয়াত আল্লা, নবী, মেমীন, বলসুল্ল এই কেইট অসমীয়া শব্দ নহয়। এই শব্দ কেইট প্রয়োগে কথাবিন অধিক অধর্বহ আক শুধরা করি তুলিছে।

জিকিব আক জাবী গীতসমূহ বাক্সমূহ অতি সহজ-সবল আক সর্বসাধারণেরকে বুজিব পরা বিধব। যেই—

(ক)
‘অমন-পুকনক (পবনক ?) চতুর্থি ব্যথিবা
কোনোবাই ভাবিব থবি।
মনব পাচহারেইক থবেক বক্ষিবা
কলিমা লাহবে জাবী।
মনকে বাবিবা, মনকে চাবিবা,
মনকে নিদিবা লাই।
অরুজন মনকে রুজাব নোবারি
হেন গজমুরী গাই।’ — জিকিব

ইয়াত মনব পাচারাতীয়ে পঞ্চ বিপুল,— কাম, ক্রোধ, লোভ-মোহ, মদ, মাতির্য আক
গজমুরী গাই চক্তিয়ই আমাব অরুজ মনব চিন্তাধারাক রুজাব পারিছে।
(খ)
’জুরে কোমলাব লাহে লেঘে,
পানী কোমলাব মাটি।

নামবে কোমল,
ভক্তবে রচন,
ধরিছে অমূলক আটি।’ — জিকিব

ইয়াতো জুইব দ্বারা লো আক পানীব জুরা মাটি কোমল বা চিনা কবিব পবাব
দেব ভক্তবে মুখত নামব কোমল মাট শুনিবলৈ গুরুলা হয়। তদ্রেপ জাবী গীততো এনে
ধনুব সহজ সবল অর্থ থকা বাক্য পোরা যায়—
(ক)
’হজবতর ঘণে বিবি পয়দা হ’ল,
মৌলাক জনাবলৈ যাও।

সোণব বটা ভবি লঞ-চুফাবি
কাপাব বটা ভবি পাণ,
তোমাকে বোলো মৌলাব আখুন

তই খা মৌব বটাব পাণ।’

ইয়াত হজবতব ঘণত হোবালী জন্ম পোরায় আনন্দ প্রকাশ কবি সোণব আক কাপাব
বটাত লঞ, চুফাবি, পাঁচ খাবলৈ আগবরেরা কথাবিনি সহজে বোধগম্য হৌচে।

জিকিব আক জাবী গীতত থকা বাক্যা বিন্যাসেরশো মন কবিবলীগীয়া। ‘গীতবোব
ভাগ, ছবি, উপমা, প্রকাশগবশী আক সুর অসমীয়া; আনিক আববী, ফার্তা আদি শুদাকে
অসমীয়া কবি লোরাব শাহস বচকসকল আছিল। বাক্যবিন্যাসেত এনে এটা ঘরো পাববলেশ
আছে যে পাতিত্যপূর্ণ বাক্যা ভবনপ তাক পাবলৈ টান।’

4. চৌদ আশুল মালিক: অসমীয়া জিকিব আক জাবী, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৯
তলত উল্লেখ করা জিকিব কালিত্তের ইয়াব গ্রামণ দিয়ে—
‘জীবন সাবধি নাম।
সত ওরক তেজিবা, আত্মতে চিনিবা।
সিজিব দীনব কাম।
বাহে কি এ তিতা, গজলি কোমল, খাওতে মাধুরি বাল।
কৃষ্ণনাচা ভিমাদ পানী ডল ডল তাতে কৃষ্ণনাচা বাল।
জাবচে কোমল সবচে বড় যামবে কোমল বা।
মাতৃব গবত দহ মাহ নবকর, পনিতে বিচারি চা।’

সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বস। বসর্বীন সাহিত্য ফুল ফুল, ডাল-পাত নোহরা ফুল কুঁক দর। বসর সংজ্ঞা এক শান্তিতে প্রকাশ করিব নোহরা। ‘কবিরে নিজের সৌদর্য্য উপভোগ নৈপুন্য দ্বারা মানস সরবোত্তম যিন স্বচ্ছ নিষ্ঠা আনন্দ সংগম ৰ্করে, কবিতাবাদে সেই আনন্দ উৎস নির্মাণ করি আনন্দ বিদে প্রবাহিত করে। কবিতাবাদের প্রবাহিত হৈ সেই আনন্দ উৎসধীর কবিযা আলোচক সহায় সামাজিক হাস্য প্রাপ্ত কবি, হাস্যস্প বাসনাক হৃদীর্ঘ নায়কা দীর্ঘকাল কবি, নিজের কারণে কাপায়িত বা চাইয়ে অনুশীলন করিলে যিন এক প্রকাশ ভাবচে প্রকাশ করিব নোহরা, মনেব কন্ননা কবিব নোহরা, অলৌকিক, চতকাতার্থ অনুষ্ঠান উত্তর বা ভুক্তি হয়, তাবেই নাম বস।’

জিকিব আহ জাহি বাঙ্গালী গীতসমূহক কবিতাব শাহীতা ধরিব পারি। ‘বাঙ্গাল বসায়কাং কবামী।’—বসায়ক বাঙ্গালী কবা। ‘কবাব বসে কবাব বিখয় কল্প লগত পাঠক দর্শকে আন্ত্রীয়তা গলি তোলে আহ বন্ধুবিন বিখয় অধিক আকারণীয় হৈ পাবে। কবাব পাঠ বা অভিনয় দর্শন সহায়ি লোকব মনত কবা নাটক প্রকাশিত অনুৰ্ধ তাব জগতে তোলে একু তেজে একু ভাব জগতীতে তুলি নিয়ে। তেজিয়া কবা নাটক ভাব লগত তেজেব একাদশরোধ জমে আই তাব নায়ক-নায়কাব সুখ-শুখে মাজাত আত্মবিলোপ ঘটে। এই অবস্থাত পাঠক বা দর্শকে এক লৌকিক অনুন্নত উপভোগ কবে। এই অন্নদৈর্ঘ মানসিক অবস্থা বা সুখনৃত্ববৃত্তিৰই সাহিত্যব বস।’

জিকিব-জাহি বাঙ্গালী গীত লগতো পাঠকব আন্ত্রীয়তা আছে। এই গীতবার্ত নবনসব

5. মনোনয়ন শাহী ৪ সাহিত্য দর্শন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ১০৪
6. হুমাইন শাহী প্লে ৪ সাহিত্য প্রশিক্ষা, ২য় প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ১৫
প্রায় আটিটেটাবে সমাবেশ হোরার লগতে শঙ্কবদের-মাধবদের সাহিত্যক পোরার দুরে
আন এটি বস ভক্তি বা প্রেম বসরো উমান পোরা যায়।

‘বসব ভাবাল পাই আপাতে দিলে মেলি
কলিমার বর্কতে কুফরক নিলে ঠেলি।
জিকিব মথিয়া মথি জিকিবকে গানে
তুমি আমি সরন ভাই, সঙ্গে চলি যাওয়া।’— জিকিব

জিকিব গীতের যে অনেক বসব সমাহার ঘটিছে, উপরুক্ত জিকিব ফাকিয়ে তাক
প্রতিপল করে। জিকিব গীতের নববসব উমান তুলত উল্লেখ করা উদাহরণ কেটাট দিয়ে।

জিকিবত ভক্তিবসঃ
(১)

ঘোষা— ‘বহমব গিকিরহত
tুমি আল্লার চাহত এ
yদি করা দরিয়াব পাব।
চিচে হবা মেব মন আল্লার নামত।
ভজে হবা মেব মন ওকবে পাবত।
পানী মবে পিয়াহত, অমি মবে জাবত।
খোদা বলুল লুকাই আছে, মোমিনব আবদত।’

(২)

ঘোষা— ‘মহী তবে বাদন কিছু নেজানিলে ও আল্লাহচে।

আল্লা আল্লার বলো ভাই
নদীর নামে সাব।
নদীর কলিমা পড়ি
হৈয়া বাবা পাব।’

স্বপ্ন দুঃখের জিকিবতে আল্লা বা ঈশ্বর প্রতি ভক্তি ভাব প্রকাশ কবা হচ্ছে।

জানী গীতের ভক্তি বসঃ
(১)
ঘোষা— আল্লাহ নামে নবীর নাম
লোরাহে মমিন
লোরা নাম বাচিল আল্লাহ (ও) আল্লাহ।
(২)
ঘোষা— হায়। হায় নটিইবে।
কি করবে খোদাইবে।’
উক্ত দুর্যোগটা জাহিদ গীতিতে ঘোষাত আল্লাহ, নবী, নটিইবক প্রাধান্য দিয়া দেখা গেছে।
জিজিক গীতিতে শান্ত বসে:

(১)
‘দুনিয়ারে আহিলো যে বঙ্গে বঙ্গে বেহালো যে
নেবেহালো মানিক হাট।
সময় মানুষ পাই মুহিলে মনত নাই
নুগুনিলো সত্তবক মাত।’

(২)
‘কেরল নামে কেরল নামে, কেরল নামে বতি।
দিনে-বাতি লখা নামে নকবির ঘটি।
কেরল নামে কেরল নামে, কেরল নামে সাব।
দুর্গকু মুহিলে বাপ্রব দিনতে আঙ্কার।’
ওপরে জিজিকত উদ্ধেখ হইছে যে মানিক হাট অর্থাৎ টুকা-পুহাণী মানুষক শান্তি
নিদিয়ে, গুকক (মুহিল) ভজি ঈশ্বর প্রাঙ্গতে শান্তি পেরায়া। এইরূপে হ’ল শান্ত
বস। আন এফালে জিজিকতে নামে যোগেদিয়ে অন্তত শান্তি আনির পাই বুলি দোহাবিছে।
জাহিদ গীতিতে শান্ত বসে:
‘কাগোর আগতকে সবিহাব বাদ্যি
তাকে মই চলিয়াই যাম।
.............................................................
সবিহাব গলিলে হ’লে দুপাতীয়া
মাকৈলে যোগালে চালাম।

থবনো কি চাবাবা বাবীনো কি চাবা
কি চাবা আওলা তাতী।’

সবিয়হ ছটিয়াই দেও ভুতব পবা অতবত থাকি মনত সাগুন দিয়া চিন্তা এই জাবীফাকি দেখুওয়া হইছে।

জিকিব গীতাত কৰণ বস।

(১)

‘আইছে হামিব যাউতি যুগীয়া
ভূনী হে কাবিব হামাহ।
পাটিব ভাইহাই কাবে তিনি দিন
আমাব কত ঘব বাবাই।’

(২)

‘মাথ মহীয়াঃ শনিবাব দিনাঃ
বাসি চাবি উড় যায়।
পুত্র পরিয়ালত দিলে সামাধান
চাহেব নিজ ঘবে যায়।’

কাবিব ধবিচে দুজন আইয়ে
চাহেব দুপারত ধবি।
কালী গুঁচি যোয়া শিববে চাহেব ঐ
আমাক বিধবা কাবি।’

জাবী গীতাত কৰণ বস।

(১)

ঘোষা— ‘চেনহেব চৈনয়া, যুগীব ছহীদ
হায়াবে হাযায়।’

হাঙ্গে-হংগে দুভাই,
কাবিবহ বিনাই,
আব্জহ লাগিল গোলমাল?

(২)

ঋষী— ‘কিন্তু বাবার কিনা হাল
চম্পায়ুল যেন দুই গাল
লত্তি মহলি হলি
হয় হয়বে।

দুলদুল আহে ফিবি
চঘাবনে যায় আগারাঙি
কোরা দুলদুল চৈলদাব খরব
হায়বে হয়।
মাতিব নেজানে দুলদুল
জমিনত মারিবে মুর
কপালত লকি নিচান
হায়বে হয়।’

ওপবত উল্লোমিত জিকিব আর জাহি গীচয় কলিকেইটত করক বসব সমারেশ
হৈছে রুলি সহজে রুজির পাবি।

জিকিবত দাসা বসঃ

(১)

‘দেখিলে চবুক হল  দুপারব ধূলা লঙ্গ
বৈ আছে খবর ভাব।
সঁচা শুক মুলি  তোমকে সেবা করবী
নিদানত কবাবা পাব।’

(২)

‘এই চারী ঘুগে  ভবমি আহিরের
কবিমে বহিমব অনঃ
দুই পারবত ধবিঃ  চিজদা কবিহো’
পারত নুঁওচারা মন।’

জাহি গীতত হাস্য কসঃ

‘বিমানতে ধরি বিবির মাতি দিলে টান।
বিমানতে কাঢ় বিবি মোক বাখ বাখ॥
বিমানতে ঘূর্ণি বিবি, বেলে বাখ বাখ।
তুমি হৈবা চিকে আমী, আমি হুম দাস॥’

ইয়াত জিকিব গীতত প্রথম কলিত ‘দুইবাক ধুলা লতে,’ ‘বৈ আছে খবমব ভাব’,
ব্যটীয় কলিত ‘দুই পারত ধরি’ আক জাহি গীতত কলিত ‘আমি হুম দাস’ খণ্ড বাক্য
কেইটাই হাস্য ভাব প্রকাশ করিবে।

জিকিব গীতত হাস্য কসঃ

‘এই দুই চকু চকু যে নহয়
উই পকচাবে গাত।
আলাব চাবি কথা বাখির নেবাবা
কেলেই চকু মেলা তাত॥
এই দুই কাণ কাণ যে নহয়
বীহব পববীয়া চুঠা।
আলাব চাবি কথা বাখির নেবাবা
কিয় কাণ পাতি শুনা।’

জাহি গীতত হাস্য কসঃ

‘লেবেলা চেপাটা নেগব বিচ্ছলগা
সেই খাবাই লগালে মাত।
ধুবাই-পখলাই লব পারিলে
মই তোব পুবাই দিম দাদ।’

ওপবব জিকিব গীতত কলিত ‘উই পকচাবে গাত’, ‘বীহব পববীয়া চুঠা’ আক জাহি
গীতত কলিটো লেবেলা চেপাটা নেগব বিচ্ছলগা’ খণ্ড বাক্যকেন্দাই বাবে হাস্যবসব
সৃষ্টি হোবা দেখা যায়।

জিকিবত ভয়ানক কসঃ
(১)
‘দবিয়াব টো দেখি চমকিল গা।
ট্রিপানী কুলব মাজে মুষ্টি লাগি যা।’

(২)
‘লাত্ত, নাচুত জবকাদ মলকুত
আলগল দবিয়াহে মুল।
খানিব পবা মহ অথানিত পবিত্র্যে
মুষ্টিহাতত ধবি তোল।’

(৩)
‘ঢলি পবিল ঐ, জেউগি ঢলি ঐ
নেবিবা ধমনব খুবি।
জমীন আচমান কংগে থবথবি
যার কোনোমতে ঘুবি।’
ইয়াত দবিয়াব টো দেখি চমকিল গা‘, ‘খানিব পবা মহ অথানিত পবিত্র্যে’, ‘জমীন
আচমান কংগে থব থবি’ আদি বাকাই ভয়ানক বসব উদেগ ঘটিচে।

ঞেবী গীতবভাব ভাবন বসেঃ
‘বাঘব বোবোকাই পিঠত পেলাই লৈই
জনল পাই পেলাব খাই।
কংবলে ধবিলে খোদেজা বিবিয়ে
আলিব মুখলৈ চাই।’
এই ঞেবী গীতবভাব কলিটোত ‘জনল পাই পেলাব খাই’ খও বাকাই ভয়ানক বসব
ইংসিত দিঁছে।

জিকিবী গীতবভাব বীব বসেঃ

(১)
‘অমন পথলক চত্তালি বাকিবা কোনোবাই ভাবিব ধবি।
মনব পঁচাহাতীক থিবকে বাকিবা কলিমা লাহবে ঞেবী।’
(২)

ঝাঁপ নাইকিয়া
কাজ কপাল মাক
লেগত নাইকিয়া কাজ।
জেরেনা পথাবত
ঝাঁপাইক কাটিব
কুমকমই নেপাল লাগ।।

জাবী গীতত বীর বস

(১)

বিচ্ছিন্নাদ বুলি
দুলবলত উঠি
লগালে চারুকব চাট।
আকাশই গঞ্জ নে
পাতালেই গঞ্জ
গঞ্জেই সাদিনব বাট।

(২)

'চহনবান বিবিকে
বীর নকবূরা মানে
নেহাঙ্গ ভালে পানী-বি কবে খোদাইবে।
সেইবুলি এজিবে
এইনো চেখন খালে
ওলাই যাওঁ মূঘমে-বি কবে খোদাইবে।
সেইবুলি এজিবে
কমবত বাড়িলে
ঢালে-তলবারালে-বি কবে খোদাইবে।
হাজে জোলফকাব লৈ
ময়দানে চলিয়া যায়
দুল দুলত চারাব ৈব বি কবে খোদাইবে।।

ওপরত উল্লেখ কথা বলিবো জিজিব আক জাবী গীতত থকা বীর বসব উদাহবণ
দাঙ্গি ধবে। 'প্রতিপক্ষ দনব পাত্র, বিপদ প্রাণী বা পুণ্যজনক কার্য আদিক অবলম্বন কবি
উৎসাহ নাম স্বার্থী ভারটি ক্রমশঃ অপকার, গুণ, বিপথ অবস্থা বা পুনর ফল আদিব
দ্বারা উদ্দেশিত ক্রমশঃ প্রতিশোধ, গ্রহণ, দান, বিপদব প্রকাব আক আনুষ্ঠানিক উদোগ
আদিবে অনুভাবিত আক হর্ষ আরো অমর্য চিন্তা আদিব দ্বারা সঙ্গীতিতে হৈ আশ্রিত হ’লে তাক বীর বস বোলা হয়।”

জিকিব আক জারী গীতিত শংগাব বসবে উমান পোরা যায়। অবশ্য গীতিকাব্যরকে অতি সাধারণে জিকিব-জারীত শংগাব বা আদি বসব অবতাবণা করিছে-

জিকিব গীতিত শংগাব বস।

(১)

‘পুনঃব জাতি যেন অনেকবল মন।
পরিহা নিষ্ঠা আছিলো নেপাল চণ্ডান।’

(২)

‘আচ্ছান ত চন্দ্র নাই কি কবির তবা।
যিন নারীব পুনঃব নাই, দুনিয়া আঘাতিয়াব।’

(৩)

‘লালকাল গ’ল
উমলি-জামলি
ডেকা কাল গ’ল হেলে,
সৌরনকাল গ’ল
ভারাব সঙ্গতে
ভক্তি করা কৌনকালে।’

জারী গীতিত শংগাব বস।

‘বিয়া কবরী জাহরী আমাব
বণকে চলিল।
শিবন্ধ চেহাবা আমাব
শিবতে বহিল।
বিন দৈশ যায় স্মারী
পল্লব হবাইল।’

জিকিব গীতিত কলী তিনিতাত ক্রমে ‘পুনঃব জাতি যেন অনেকবল মন’, যিন নারীব পুনঃব নাই, দুনিয়া আঘাতিয়াবা’, সৌরন কাল গ’ল ভারাব সঙ্গতে’ আক জারী গীতিত কলিটির তালিকাত।

৭. মনোজন শাহী। সাহিত্য দর্শন, পৃষ্ঠা - ২০৫
'বিয়া কোনো স্মার্ত আমার বর্ণকে চলিল' খণ্ড বাক্য কেইটাত শুংগাব বসব ছিটি থকা দেখা যায়। জিকিব পীতব্য মাজত বীরভূত্স বসো সামান্ত ধর্মণে হলেও থকা দেখা যায়।

(১)
'গছব শুংড়িত হাই, পাব, পূজা-পাতল দিয়ে।
বাহ-ভন্নু বিচাব নাই, মানুস বলে দিয়ে।'

(২)
'নগবৰ ভিতবত চুগোবা দরাবত
চাহেব কবিলে কবাদী।
আজানদেও চাহেব নজর কাড়বিৰে
কোরায় পাতিলে ফদী।
জিকিব পীতব্য থকার দেব জাবী পীতব্যে কিছু বীরভূত্স বস থকা দেখা যায়।
'সেই কোকলোঙ্গা যিঠে নোমাবে
পুত্র বথ কবিৰ পাই।
সেই কোকলোঙ্গা যিঠে নবেথ
পিতৃ বথ কবিৰ পাই ঐ আজাদ।'
জিকিব অতুত বসে অনেক পোডায়। অতুত বসে জিকিব সমুহত পাঠকব
কোড়ুহলী মনব পবিচয় দাঁড়ি ধবিয়ে।

(১)
'আহ্মানত ধান কলেী তাকো মাবীলে বানিয়ে।
সমুহত কলেী কল বাৰি হ্রদিয়া মরে।
মাছ মাবীর গলাই ভাইবে মিলত নাছিল পানী।
আবু হাট কবিলে গলাই, নাছিল দোকানী।

.................................................................
পুথিকীতে পানী নাই পাব ঘনে রুবে।
গছব মধে পাখী নাই, জাকে জাকে উবে।'
(২)

‘বাঁধার আগতে বজরকে চিনি
তারহে কিনা খাই জীবে।
বেজিবে মূরতে বাড়ানে-বাড়নে
উধানে কি কাপোব সীয়ে।’

জিকিব গীতব দব জার্সী গীততো অলে অচবপ অদ্বুত বস পোরা যায়। জার্সী
গীতত অদ্বুত বস—

‘কাছাকী দিলা কুচিয়া, বঙ্গালক গাই।
মারীয়ক দিলা হঁচ-মুগী মোটাকই খায়।’

এই শারিবটোত উদ্রেখ থকা ‘মারীয়া’ নামে উপজাতিটো ইহুলাম পত্তরী। ইহুলামত
জীর মোটাকই মরা নিসেদ। কিন্তু জার্সী গীতত থকা ইহুলাম বিবেশী কথাই অর্থীং
মোটাকই থোরা কথা বব আধ্যাত্মজনক।

নববসব আন এটি কবর নাম হল বৌদ্ধ বস। জিকিবব মাজত সামান্য পরিমাণে
হলেও বৌদ্ধবসব আধার থেকা দেখা যায়।

যোগা— হয় হয় চোহানাজ্জাল

জান দিও কাববলা

সাতো হেজুর নুবে

জার্সী কবে।।

বশেব লীলা সঙ্গেবে হঁচ্ছে

হয় হয় ফিরিয়া নাহিল ঘবে।

আছে কোবাণ কিভাপ

পড়তে নাই বাবা

দেখিলে আঁধুন জুলে।।

.................................................................

ইয়াত ‘জান দিও কাববলা’ আরক ‘দেখিলে আঁধুন জুলে’ এই খওবক্কা দুইঠাই
বৌদ্ধ বসব চিনাকি দিয়ে।
জিকিব আক জান্নত নাম বসবা সমারেশ ঘটাব দেবে ভক্তি বা প্রেম বসবা প্রাণন্য থাকা দেখা যায়। ‘The most outstanding and sustaining contribution of the Assamese Muslims to the popular literature of Assam is the Zikirs and Zaris. A Zikir is a religious or philosophical poems, centering around a point of faith or of philosophy.’

জিকিব আক জান্নত গীতমূহূর্ত যথেষ্ট সাথে থাকা দেখা যায়। ‘বৌদ্ধ তাঁহকে সকল চর্চাপাদ, অসমব লোকগীত, দেহবিভাগব গীত, টোকারী গীত আদিতে। যে সাথে আছে এনে নাহয়, পাবস্ব কোনো কোনো চুকী কবিয়েও এনে সাথে সবে কবিতা বচনা কবিছিল।’

সাথের থাকা কেইটামান জিকিব গীতব কলি উল্লেখ করা হল–

(১)
‘আজিমান মেত হান কলো মন
তাকে মারিলে বানে,
সমুপাত কলো কল
বসত জলিয়া মবে।’

(২)
‘আজানে বঁশী পায়, পুজা গ’ল তিতিত
মন মাছে টেপ খালে, হায়াত গ’ল টুটিত।’

(৩)
‘পানী মবে পিয়াছন্দ, অপি মবে জাবত
খোদা (ব? বহুল লুকাই আছে মোমিত আঁখি)।’

(৪)
‘দকে পুরুষের আদমে খানালে
সবিয়াম নগ’লে তল।

---

৩. মন চর বলনা ‘আসমীয়া সহিতত জিকিব থাকে’, আজানে পীর আক জিকিব, সম্পা, ইহামাইল হোমোইন, ২০০৮, পৃঃ ১৪৬,
গুলোকে-গৌরায়ে সাধু-মহাজনে
আই গল পুথীবী জল।'
সীতার থাকা কোনো জাতীয় গীত কলি উল্লেখ করা হ'ল—
(১)
'মকবাই চাটে, বাহ পাতে ঢাকে
কোকলোঙাই দেখুরাহই দিয়ে।
সেই কোকলোঙা গীতে নেমাবে
পুত্র বধ করিব পায়।'
(২)
'আইটীয়া কলাই ডিলো মেলিলে
মেলে জাতি কলাই পাত।
আজানব দুঘাটিকে ধরি লৈ গল
জিবাবলে নিদিলে ছীত।'
(৩)
'পাণে পোহাবী পাণে বেচিলে
পাণে মালিলে চাটি।
বিনোতাই কিনিলে বেঁটোতাই বেচিলে
কাবো নপবিল ঘটি।'
জিজিব আক জাতী গীত থাকা উপমারোধে মন কবিকলগীয়া। কুমাফর চাক, ধরিবর
খেবাসি মাবি, জেবীর জলা যেন বাট, বাহিত ডামেকল করা, সাগরা গুলালে মানিকে
লুকালে, উজনেমুখীয়া ডিঙহা পতা, ডালব মাছ, পঞ্চ শিমলুঁব নাও, ছাইব আলি, গীতিব
মাণিক হাতে হেকরা, সজাব মহীনা, কালিলী তোমারহাই উবাবত কবিলে, মৌ-তিমকব
ভিতবরে পকরা, জেবীব আগত বাংলার বাঢ়ি, উধানে কপোব সীয়া, মলায়া চলন এবি
চেবাতক বেথা আদি উপমা জিজিব গীতব মাজত বর্ধহত হই গীতসমুহ অধিক মননশিল
কবি তুলিলে।

মনব ভাব স্পষ্ট আক দৃঢ়ভাবে ব্যতি কবিবৈলে কোনো ভাবাব জটুদাচা ঠাই আক
ফকিরা যোজনাবোধে বিশেষভাবে সহায় করে। 'ভাবা হেহচেন মনব ভাব প্রকাশব এক মাধাম।
ভাব প্রকাশ করিবলৈ অন্যান্য ভাষার থেকায় দেই অসমীয়া ভাষাতো এটা মুক্তিয়া ধরণ আছে। সেই ধরণটো জনতারোঠা ঠাঁচ বুলি করব পারি।

জনতারোঠা ঠাঁচ সম্পর্কে মহেশবর দেওগো মনোনয়ন মন কবিবলীয়া— ‘বিশেষ, বিশেষণ, ক্রিয়া আদি শব্দ লগ লাগাই আমি কথা কর্ম। সেই ভাষা করতে আমি নিখুঘোতে আমি বিশেষ ধরণে বিশেষ শব্দ ধরণে প্রয়োগ করি বাক্যবোধ কর্ম বা লিখি।

আন এটা ভাষাত বা আন এভাবে এইরূপ লংকাগুরা হয়তো সেই বিশেষ ধরণটো দেখা পোরা নায়ক, করণ সেই ধরণটো আমার বক্তিয়া বা সুকিয়া। সেই দেখি, আমার কথা কাৰা বা ভাষা লিখি বিশেষ ধরণটো আমি জনতারোঠা ঠাঁচ বুলি চিনাকুড় করব।

এচ সমূহ প্রকাশেই তার জনতারোঠা করু।”  কঁকবা-মোজনা, প্রবাদে-

প্রবন্ধবাদ প্রয়োগে বক্তব্য বসাল, অর্থন আক প্রভাবশালী কবি তোলে আক বচনা জনতারোঠা ঠাঁচের সম্ভাব করব।

অসমীয়া জিপিলী আক জান্ন গীতবাদ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল— জনতারোঠা ঠাঁচের

বাবনাব। উল্লেখ—

(1)

‘খেবালী জালবে গুরা বাবে বুলি

পাবে নোঘে-জোঘে নাই।

টিকিনিতে ধরি চোচনি মাবি

সবকে একে ঠাঁচ পাই।’

(2)

‘থাব কেনে বাবে মনাই ধর কেনে বাবচ।

আপনি মাবি লাগে, পবক লাগি কান্দ।।

(3)

‘পানী পাই পুনঃকে কবে তুলবুল

বাবে পাই ধরিলে শিয়া।

---

10. সত্যনাথ বরা ৪ বঙ্গ বাংলা, ২০১০, পৃষ্ঠা: ২৩-২৪
11. মহেশবর দেওগো ৪ নিবা অসমীয়া ভাষা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৬৫
জিজিব গীতের আনেক চিঠিপত্র থেকা দেখা যায়। যেমন—

(১)
মাছক লাগি বঞ্চাই  জুপি আছে মনুবাই
বখে (বঞ্চাই) আছে কেমনে মনু হেই।
পানী গুলাই যাব  বঞ্চাই ধবি খাব
কিমান পানীবই তই মাছ হেই মনুবাই।

(২)
ঘো কোম মাড়লি হালিব
বাটে বিব হারিব পর।
দীঘল দুমাবি পঁখালি এমাবি
লবা বাবী চুকত ঘব।

(৩)
বগবি লাগিলে লবনে লবনে
মাণিক লাগি গলে ঠাকে।
আজান ফক্রনে এই জিজিব বনালে
গাইবো ভকত লোকে।

জিজিব আক জাবী গীতসমূহ আনে এক বৈশিষ্ট্য হল ছন। বঝায় ধবি জিজিবসমূহ মানুহর মুখে মুখে প্রচলিত হই অহাত কিছু জিজিব ছদ্মহিন হইচ। যদিও অর্থে সংখ্যক জিজিব দুমাবি ছদ্ম থন দেখা যায়। কিছু জিজিব ৬, ৬, ৮ ব ক্রমত থকা দেখা যায়।

(১)
কবির লাগিচে উজ্জনি ও হাটী
মলরা পছে বে।
কাণের শুনিচে চকুবে নেদেখা
বালাইচে কেমুরা বা।
(2)

‘মোমিনে মোমিনে
চেনেহা চেনেহই
চকুরে চকুরে বেথা।

নাপটা ফকীবে
কবলৈ দবিচৰ
আদি কলমবে কথা।’

কোনো কোনো জিকিব ১০, ৯, ১০ সাইচত বচনা করা।

‘হকর বিনে চকর নাই
আশ্লাব বিনে গতি নাই
পানীব বিনে নাই নিৰ্মল।

হকর বিনে চকর নাই
আশ্লাব বিনে গতি নাই
নবীব বিনে নাই নিন্দাব।’

আন কিছুমান জিকিব ২,২,২,২,৩,৩ সাইচত বচিত হয়েছে। এই জিকিবসমূহ পদ ছন্দত বচিত।

‘চিত্রে হো মোব মন আলাব নামত।
ভুজে হো মোব মন ওকবে পারত।’

৮,৮,১০ আখবর সাইচত বচিত জিকিব—

‘দুনিয়ালৈ আহিলো যে বঙে বাসে বেহালো যে
নোবেহালো মাপিকর হাটি।’

জিকিব গীতত থকা অলংকারবাদো মন কবিবলিগীয়া। বচনা শৈলী আলোচনার ক্ষেত্রে অলংকার বিশেষ গৌরবপূর্ণ। মনুষ্য নিজম মন ভাব সুদর্শনে প্রকাশ করিব কারণে আর্থ থাকে আর এই আর্থর বাণী কৌশলপূর্ণভাবে মন ভাব বাত্স করা হয়। মন ভাব বাত্স করা এনে কৌশলকে অলংকার বুলি কর পাবি। অলংকার বচনাক গ্রাহারালী, স্পষ্ট আর বর্ণনীয় কবি তৌলে। কবিতার আন এবিধ বৈশিষ্ট্যা বা অলংকার হয়েছে ইন্ধিত বা প্রতীক। প্রান্তকব মাধ্যমত কিছুমান কথা পেলনটিরায়কে নয়কে অলংকারিকামে বাত্স করা হয়। এই প্রান্তকী বাণ্ডার ফলত কবিতাটি বসাচ্ছীর হই উঠে।
অনহাতে কোন কোন জিকিব প্রথম পাপ থকা দেখা যায়। যেহেতু—

‘তুমি জান পাতা তুমি পাহ চান্দা
তুমি হৈ মাফবক ধবা।
হবিগ রাপ ধবি এই বনে সোমাই
ব্যাপ্ত রাপ ধবি কোথা।’

কবি প্রতিভাব হেতু কোতিয়ে কিছুমাত্র বন্ধ অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এনে চমৎকার বভাবভাবি অলংকার জিকিব গীতগত আছে। যেনে—

‘জাববে কোমল সরগতব বরি
ঘামরে কোমল বা।
মাত্র গভীত দহ মাহ নরকত,
পজিতে বিচাবি চা।’

কোন বাক্য বিকৃতভাব থকা যেন পালে বাক্যার্ত জানব পিছুত সেই বিবৃত্ত
নাথাকিনে তাক বিবৃতভাব অলংকার বুলি কোরা হয়। জিকিব গীতত এনে অলংকার
আছে—

‘পাত নাইকিয়া বিবিব গুটি লাগে বিহিতব
পানী নাইকিয়া নদী ধীরে বর।’

কিছুমাত্র জিকিব অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহারে মন কবিরগীয়া—

(১)
‘বিশায় তোব বিষধাব
বিশায় তোব দরবার
বিশায় তোব খারিত নাই।’

(২)
‘দুীনিয়াই এদিনব
dুীনিয়াই দুীনিব
dুীনিয়াই ফুলনি বরব।’

দুই চারিটা জিকিব গীতত আদায়কব মিল থকাব দিবে আন কিছুমাত্র অন্তরক্ষকব
মিল থাকাও দেখা যায়।

আদায়কব মিল থকা জিকিব——
‘কলিমাহে ল মোমিন কলিমাহে সাব।  
কলিমা নহ’লৈ বাণ্ডা, দিনত আদাব।।  
কলিমাব নাম সাবধি জীওব লঙ্গে যায়।  
কলিমা হুকিত, কলিমা ছবিয়িত  
কলিমা পারি পায়।’

অন্ত্যাক্ষরব মিল থকা জিকিব—

‘চিতা হেবা মোব মন আগাব নামত।  
ভজা হেবা মোব মন গুলবের পাবত।  
গান’ মবে পিয়াহত অমি মবে জাবত।  
খোদা বঙ্গল লুকাই আছে মোমিনব আবত।’

কোনো জিকিবত হিতকরী যুদ্ধ শকব বাহাব হোরাও দেখা যায়।

(ক) ‘খোদাই খোদাই বুলি বাতবি নেপালের।’
(খ) ‘লক্ষ লক্ষ টকাব সমে নাইকিয়া।’
(গ) ‘চোরা চোরা জীব সকল ভেলব বিলাই।’
(ঘ) ‘বব বব বক্তাহ আহি উরালব মুলা।’ ইত্যাদি

বিশেষ্য পদক ক্রিয়াপদলে নিয়া উদাহরণে জিকিব গাত্ত আছে।

‘গজ-মকাতাবে আলাই পহচ দিলে  
মোমিন হৈ নেপালের পাক।  
লক্ষ লক্ষ টকাব সমে নাইকিয়া  
কেলেইবা মোলাইচ তাব।’

ইই জিকিব ফাংকিত থকা ‘আমেলমেল’ শব্দটো বিশেষ্য যদবি তাব ক্রিয়াপদ ‘মোলাইচে’ কবি দেখাওরা হৈছে।

আনহাতে শ্রীমত শরথভবনের আচরণ শ্রীরামচরনের বিচিত্র বক্তব্য, কীর্তন, নামভাষা আদিব লঘতে আন আন বেষ্যা করিসেলব কোনো কোনো বচনার্থলিব আহরি জিকিব 
গাত্তবে কোনায় মুন্ন তর্কব ল। আশান ফক্তাব বচনা কবিতল। এই গীতনোব সুবর 
আব্দোল্লাহ কবিতল অসমভ বিখ্যাত, ছিুবি গাত্ত, বিখ্যাত, আহিনাম, বিখ্যাত, টোকাবী 
গাত্ত আদিব সুবর লঘত সামক্ষস্য বাণি।
(১)
'কৃষ্ণইব মূর্ত্বে বকুল ফুল এপাহি
নিয়র পাই মুকলি হল’ ঐ গোবিন্দই বাম’— বিহু চিরবি
'মাই তোব বান্দা কিছু নাজানিলো
নাজানো মুকথে একো ঐ আল্পা হে’— জিকিব

(২)
'বাম বিনে গতি নাই আন হে ভগবান
হবি বিনে গতি নাই আন।'— দিহানাম
'আল্পা বিনে কেও নাই আন ঐ আল্পা হে
নবীব বিনে কেও নাই আন।'— জিকিব

(৩)
'অব্যাত পখী নাই জাকে জাকে উবে
পুরুষীত পানী নাই পাব ডুবি মবে।'— বিয়াগীত
'পুরুষীত পানী নাই পাব দুটি বুবে,
বাহ আছে পখী নাই, জাকে জাকে উবে।'— জিকিব

(৪)
'কি দিয়া পৃজিম মাই চণ্ড তোমাব
যি ফুলে পৃজিম মাই সিও ফুল চুরা।'— আইনাম
'কিনা দি পৃজিম মাই তোমাকে খোদা
তামাল দি পৃজিম সিও বাদে খোদা।'— জিকিব

(৫)
'কিনা মায়াব জাল পতিতা গোপাল
এনাইনে নোরেরো সদ্ধি (মোব গুক ঐ)
ভর সাগবত পখি ডুবে গৈলো
বিষয়ক গলতে বাছি'— কামবদ্ধী লোকগীত
'এই ভরনদীত পখি তলে গৈলো
বিষয়মণি গলতে বাছি মনুবাই।'— জিকিব
(৬)
‘আকাশতে নাই বে চন্দ্র
kি কবে তোর তাবা
যে নাবীব পুকুর নাই ও
tব দিন আশিয়াবা।’— গোবালপবীবা লোকগীত

‘আচমনাত চন্দ্র নাই
kি কবির তবা
যি নাবীব পুকুর নাই দিনে আশিয়াবা’— জিকিব

(৭)
চাইনো চাই বুলিবার বাট হেরা চেনাই ধন
চাইনো চাই বুলিবার বাট।

dেহাবে ভিতবে আছে খলাবমান

পিছলি পবিবা তাত’— বিখুী

‘কব লাগিছে ভিখাবী আজানে

cাই চাই বুলিবার বাট।

শবীলব (শবীলব?) ভিতবত

পিছলি পবিবা তাত।’— জিকিব

বৈষ্ণব সাহিত্যের লগত জিকিব গীতক অধিকখিমিতে মিল আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্তিমূলক গীতমূলক মূল্যায়ণে অহিসির ভাষা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ জিকিব গীতমূলকের অহিসির্য সাহিত্যব্যবস্থা মূল্যের সম্পন্ত। ‘মুঘলমান লেখকর বর্চত ইহলামী অহিসির মুঘলমান লেখকের বচনা কবা ইহলামী ভক্তিমূলক জিকিব গীতমূলক অহিসির সাহিত্যব্যবস্থা মূল্য সম্পন্ত।’

এটা সময়ত জিকিব আক জাবী গীতমূলক মানুষব মুঝে মূথে প্রজলিত হতে আহিসির

হেতু ইবাবক সৈলমুখিক সাহিত্যবো অন্তর্ভুক্ত কবির পাব। ‘জিকিব-জাবীবের যিহেতু গীত

জাতীয় সমল, সায়েহ সৈববক কথা অংশই মৌলিক সাহিত্যব প্রতিনিধিত্ব কব। আরকে

১২. ফরোয়াদান চলিলা-‘ইহলামী অহিসির সাহিত্য’ জিকিব, অহিসির আক জিকিব, পৃষ্ঠা-১৩১
সেইবার বিহেতু সুব লগাই গোরা হয় আক নৃত্যভঙ্গিয়ে পরিবেশন করা হয়, সেইবারবার লগত পরিবেশন কলাব প্রতাফ্ন সম্পর্ক আছে।

আজান ফকিব জিজিকসমুহ ভাববাদী সাহিত্যৰ ভিত্তি দ্বিবিধ গান্স। এনি ভাববাদীমূলক এটি জিজিক হল—

(১)

‘বব বব গব বব বব বতাহ, বতাহ যোনি দিশে বয়।
পরবা আলিমক সৌধা ভালে কাঁচি, বতাহকি কি দিলে বয়।
ঔষধে কলম জিজিকঃ কাগজ, নীতে চার চিঙাহি বাটে,
সপ্ত হেজাব আউলিয়া সকলে একটি নামতে খাটে?’

(২)

‘তিনি তুলেন্দা তলরকে অদি পুলক দিব লেমি লেখি
মৃদুচিন্তা দিব বতাহ হে মনুবারই,
আশাতে ভববা নাই ভাঙ্গতে সপ্তি নাই
মহাজিদত নাই চাহেব ধনে মনুবারই।’

আজান ফকিব জিজিকসমুহ সহজ অসমীয়ায়, ঘোরা ঠাঁচত রবিব পরাকে বচিত।

gীতসমূহে দেহতত্ত্ব বহল বাখ্যা থাকিলেও বচনা-ভঙ্গী অতি হদয় পবশা।

‘বব কামি-কাঁচি
বব মধুলদী
সজাই লওঁ কলিমাব ঘব (গড়)।
হাড়ব কামি-কাঁচি
চালব চাটনি
সজাই লওঁ খাকবে ঘব।’

জিজিকবববব আন এই দিশ হল মনুবার প্রদূল্লোকি।

‘মব মনুত আন
ভব নাই ও আহার
মব মনুত নাই আন ভব নাই,
হিন্দু কি মুঠলমান
একে আলাব ফবমান
আহেবত একে আলাব নাম।’

জিজি সাহিত্যৰ আন এটি মন কবরপ্রিয়া দিশ হল ভরতাব বনবহু। যোনে—

১৩। বীরেশ্বর নাথ তাতে ‘সামীয়া জিজিক-জালীব প্রকল্প কিছু কথা’, সমালোচি আজান, যোধশ সকলন, পৃঠা-৩।
‘হংকে হবে আহিল, একেলা দুৱোবে একটি নাও,
শোদাব হকুমে ফিরিয়া নামিলে চুলেরীত পাতিলা গৌঁ,
ডালে মলিয়া হৈ ফুলক গাঁথিলা বাদা হৈ নিচিনে জীবি,
আজান পীলে এই জিকিব কবিলে আল্লালী ভবনা কবি।’

বৈষ্ণব সাহিত্যে থকব দেবে অধিক সংখ্যক জিকিবতে ঘোষা আক পাদ থাকে।
জিকিব পরিবেশনত ঘোষা অবস্ত কবা লোকজনক ঔজা আক ওজাক সহযোগ কবি নাম
গৌরা লোকসকলক পালি বুলি কোরা হয়। এনে দৃষ্টিত চালৈল গৌরা ওজাপালি আক
নামকীর্তনব পরিবেশন শৈলীব লগত জিকিব পরিবেশন শৈলীব বিশেষ পার্থক্য নাই।
আকবীয় চুফী সাহিত্যব লনতো জিকিব মিল থকা দেখা যায়। পাবস্বাব কবি হর্ফিজ
আক চাদিব গীত বিতাব লগত আজান ফন্দীব জিকিব বহতিরিতে মিল আছে।

জিকিব গীতসমূহে দেবে জাবে গীত সমুহতো (অধিক সংখ্যক) প্রথমতে ঘোষা
আক পিছত পদবেব থাকে।

ঘোষা ৪ চেনহেব চৈতো, যুক্ত ছহীদ
হায়বে হায়।

‘হজেন-হজেন দুৱোভই
কানিছে বিনাই,
আবৃত লাগিল গোলমাল।
হাঘনে পিপিতব
পাগল জামা;
হজেন পিপিতব লাল।’

তব আক ভাবাব দৃষ্টিকেশ পরা বৈষ্ণব সাহিত্যব দেবে চর্চাপদব গীতব লগতো
জিকিব সামগ্রিস থকা দেখা যায়—

‘তবকই গহন গীতব বেগে বাহী
দুৱোত চিগিল মাঝো ন থাবী।’ (চর্চা /৫)

‘মবন সময় বেলা
নবনামে কবে খেলা
হেলনই কবে ভবনদীর পাব।’ (জিকিব)
জিকিব গীতের কিছুমান বাক্ত শব্দ ধ্বনি বিপর্যয় হেরা দেখা যায়। যেন—

শব্দ—আপনাব শব্দের আপনি নিচীন (অসমীয়া জিকিব আক জাবী, পৃঃ ১১)

নেবাধিবি—মোক নেবাধিবি মাও (অসমীয়া জিকিব আক জাবী, পৃঃ ১৭১)

পাবি কি নেবাধিবি—পাবি কি নেবাধিবি ভয়া ককিব (অসমীয়া জিকিব আক জাবী, পৃঃ ২৭)

ইবিলে-সিবিলে—ইবিলে সিবিলে দুখনি দিবিয়া (অসমীয়া জিকিব আক জাবী, পৃঃ ২৭)

তরলকি দুলামই, নাওবালো, বললাই, ডাঙালা, সিনটোচাবেক, ঘরবালী, উক্তকি, হালিতে-খালিতে ইত্যাদি অনেক শব্দ জিকিব আক জাবী গীতের ব্যবহার প্রয়োগ হচ্ছে, যেতে ধ্বনিব বণিককাব, বণিকলাপ, বর্ণ আগম হেরা দেখা যায়। জিকিব আক জাবী গীতের কূপগত বাস্তবতায় মন কবিকল্পিত। যেন—

নির্দিষ্টবাচক প্রত্যয় ৪  টি - চাবিটি

খানি - নাওখানি

জাবী - চাবিজাবী।

অনির্দিষ্টবাচক প্রত্যয় ৪  চাবেক - দিন চাবেক

পূবসর্গ ৪  ক / ক লাগি

৪ মাছক লাগি বণলাই (অসমীয়া জিকিব আক জাবী, পৃঃ ৩৩)

মাছক লাগি = মাছ + ক + লাগি।

কৃষ্ণত্রিয়াকাপ ৪  কৃষ্ণত্রিয়াকাপ সাধারণতে অসম্পূর্ণতা বুঝায়। আধুনিক অসমীয়াব ও এই জিকিব ইলে প্রত্যয় ব্যবহার হেরা দেখা যায়।

হালি + ইলে = হালিতে

কিছুমানক ঔইতে প্রত্যয় আছে—

পড় + ঔইতে = পড়তোতে

উপসর্গ ৪ বিমূখীয়া,

অমূলতে

তুলনা কবু অর্থত ৪ কালক্ষেত্রী ককাবী ককবী।

ক্রিয়াকাপ ৪  প্রথম পুকুর / বর্তমান কাল ৪ আশা মাই কবিবেছো।

৪ = কবিবেছো = কবু + ইলে + ৪
তৃতীয় পুরুষ / অতীত কাল ৪ শুকালে।
ও = শুক + লে।

d্বিতীয় / মান্যত্ব = নোটাং ভাজিলা।
আ = ভাজিলা = ভাঙ্গ + ইল + আ।
অসমাপিকা ক্রিয়াকার ৪ ই = টিকিনিতে ধবি টোচানি মাবির।
ইয়া = দেশিয়া বাইব সুখ।

মধুরাণ কবিয়া।

জিক্ক-জার্বী অসমাপিকা অর্থত েই‘ আক ইয়ার’ বজল ব্যবহার আছে। 'ইয়া' পুরুষ অসমীয়াত মহাত্ম ব্যবহার লেখে অন্যান্য ভরীষ্মারীয় ভাষায়ে একেকে ব্যবহার আছে। উদাহরণ—

শব্দবিভক্তি ৪: প্রথমা ই আলাই মাবিয়া নিলা।
তৃতীয়া বে ৪ নারেবে।
চতুর্থা লৈ ৪ নাজ কাটিবেল।
ষষ্ঠী বে ৪ কুকুবাব ভিমতে।
সপ্তমা তে ৪ মাতৃব গোবন্ত, ইত্যাদি।

শন্ত জেব রূজোরা কাপ ৪ ও — জুরেও নোপেবে।
চোবেও নিনিয়ে।
সিক্কিও নিদিয়ে।

e — সকতেহে ভাঙ্গি বয়।
বাসিন্ধে পাব।
নামকেবে নিসিন।

বে — কিনো ভকততে ভাও।

স্বর্থার প্রতায় ৪: পাই — চোবও নিনিয়ে পাই।
সংহৌস্যাঙ্ক প্রতায় ৪: নতু — নতু দেখো দরকত গুবি।
তথাপি—তথাপি কলিমা, ইত্যাদি।

সমুচ্ছ ধাতু ৪: সুঞ্জায়, ভূঝায়।

প্রতায়াষ্ঠ ধাতু ৪: গিবিয়, হব, ইত্যাদি।
জিকিম আক জারী গীতিত ব্যবহার শন্দ সমৃদক তৎসম, অর্ধতৎসম, ততর, দেশী আক বিদেশী— এই ধারণে ভাগ কবি দেখারাউ পাবি। তৎসম শন্দ ব্যবহারে জিকিম-জারী গীতিত সূর কোমল কবিয়িছে। আমাবাব, দীর্ঘ, সঙ্গ, চঞ্চল, বহু, তম, ভজ, অথি, গুক, মৃত্তি, চিন্ত, হাসয় ইত্যাদি তৎসম শন্দ জিকিম আক জারী গীতিত আছে।

জিকিম আক জারী গীতিত থরা অর্ধতৎসম শন্দ—

পিঠীটি (গীতী) কিবিটি (কুটি)
সবজিলে (প্রজিলে) মাহাব (খাব)
মুকুটা (মুক্তা) মাথিয়া (মথি)
পুঁইব (পুঁপাব) পাইয়া (পাই)
জনম (জম) পান্তেক (পর)
আতমাব (আত্মা) নিষিয়া (নিশা)
মুকুড়ি (মুক্তি) এনুবা (এনে)
ভকতি (ভক্তি) কতক (কত)
সুমন্তা (মন্তা) শিয়াতি (জ্ঞানী) ইত্যাদি।

জিকিম আক জারী গীতিত ততর শন্দ : কবিয়িলে, দেখিলে, বাইলে, বুঝিলা, ধর, উঠে, পাত্ত, ভোজা, বেলি, যাব, সাজ, দহ, ভকত, উজনী, তামোল, পিতা আদি।

জিকিম আক জারী গীতিত দেশী শন্দ : আটি, উখাল, ঠাকিলে, ডুব, বিরিখ, খলক, ভরা, এব, ডাল, সকলায় ইত্যাদি।

জিকিম আক জারী গীতিত বিদেশী শন্দ (আবাজী/ফাটী) বহম, মোমিন, নেকি, পুলচেতাবের, নরী, কলিমা, ইমান, মোঝা, বাদা, নুব, জাহিব, আজু, ইলিম, জামিন, দম, শিলিখা, চিজ, আওরাব, দেজখ, শুনাহ, আউলিয়া, আলম, কামাল, আচান, চারাব, বহম, কেছাদা, চাহিব, হক, নরী, কলিমা, আজু, ডুনি, চাকিউল্লা, মাদাব, তহিকি, কলুদ, ফিকিস্তা, বহম, বিহিন্দ, মগবিব, তালিম, মার্ত্র্যা, আলিফ, মঞ্জল, আখেতাত, ফরমান, ফারিফা, মুফিদ, মুজিব ইত্যাদি।

প্রকাশকের সাধারণতাতাব বাবে গীতিতাব প্রতিধ্বনিতক্ষ শন্দ ব্যবহারো মন কবিবলগীয়া। উদাহরণঃ জুমা-জুমি, জেককেক, থরথরি, ডুলুকি ডুলুকিক, গুপাতথি, কণাকড়ি ইত্যাদি।
কামকাপী আক প্রজার্লী ভাষার শব্দ বাংলায়ে জিকিন আক জাহীর গীতিতে যথেষ্ট 
পোরা যায়। যেন— কামকাপী হই, তাহব, সৌগাব, লোরবে, গৈলা, ভাঙিলা, উঠালি, 
খাযাদায়া, খয়, চলিল, চেলালে, চালোপীড়া, ছিবা, ছাগল, জিরা, তিবী, খুলা, পিতা, পারিকি, 
পিতেকে, পিপব, ববতেকা, বহিলী, বাছ, বিনাই, মেলে, সোল, কলে, হালখটি, হই 
ইত্যাদি।

প্রজার্লী হইল, যাহব।

সংকৃতঃ ঈশর, কাঙে, কেশ, কুগল, গৌবা, তন, পর, পিতৃ-মাতৃ, স্বর, স্বামী ইত্যাদি।

*****